দামুড়হুদার দর্শনা সার্কেল অফিস পরিদর্শনে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার

দর্শনায় দামুড়হুদা সার্কেল অফিস বার্ষিক পরিদর্শন করেছে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন দর্শনা সার্কেল অফিস পরিদর্শন করেছে।

গতকাল বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড রশিক শাহার মাজার সংলগ্ন সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার জাকিয়া সুলতানার (দামূড়হুদা, দর্শনা, জীবননগর) সার্কেল অফিস বার্ষিক পরিদর্শন করেন।

এসময় পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন মাসের সকল রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ ও দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। উপস্থিত অন্যান্য পুলিশ অফিসার ও সদস্যদের কর্মপরিবেশ, আবাসন, লজিস্টিক কল্যাণের পাশাপাশি নিজেদের উপর অর্পিত সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

এ সময় পুলিশ সুপার দামূড়হুদা ও দর্শনা এলাকার জনসাধারণ, ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন। জনগণের সাথে পুলিশের দূরত্ব কমিয়ে তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী পুলিশি সেবা নিশ্চিত করার মানসে তিনি এ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সকল শ্রেণী পেশা মানুষের মাঝে অবস্থান করে তাদেরকে সাথে নিয়ে স্ব স্ব থানা এলাকার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। পাশাপাশি যে কোন আইনি প্রয়োজনে ক্যাম্প, ফাড়ি, তদন্ত কেন্দ্র, থানা, সার্কেল অফিস ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে যেতে পরামর্শ প্রদান করেন। তাছাড়া সেবাগ্রহীতাদের সাথে সর্বদা ভালো ব্যবহার ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য তিনি থানার অফিসার ইনচার্জসহ সকল পুলিশ সদস্যকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামূড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আলমগীর কবির, দর্শনা থানার তদন্ত ওসি আমানুল্লাহ, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি এস এম জাবীদ হাসান দর্শনা, থানার সেকেন্ড অফিসার খান রহমান,দামুড়হুদা এবং জীবননগর সার্কেল অফিসের

কর্মরত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

গাংনীর মাদক ব্যবসায়ীর ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

মেহেরপুরে একটি মাদক মামলায় অপরাধ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় জাহাঙ্গীর আলম নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
গতকাল বুধবার মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে আসামীর ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদাণ করেছেন।
দণ্ডিত জাহাঙ্গীর আলম (৪৩) গাংনীর রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে।

হোটেল আটলান্টিকা কান্ডের মামলার বাদীকে হুমকী, থানায় জিডি

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলার বাদীকে আদালতে হাজির হতে বাধা প্রদান ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়াতে মেহেরপুর সদর থানায় সাধারন ডায়রি (জিডি)করেছেন বাদী মোঃ মনোয়ার হোসেন।

গতকাল বুধবার বেলা ১১ টার দিকে মনোয়ার হোসেন সদর থানায় এ জিডি করেন। যার নম্বর-৯৯।

জিডিতে বাদী জানান, হোটেল আটলান্টিকা কান্ডে মেহেরপুর সদর থানার

জিআর মামলা নং-৪২৯/২০২২ এর হাজিরা দিতে আসলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ভবনের মূল গেটের সামনে মামলাটির চার্জশিট ভুক্ত ১ নং আসামী নাজনিন খান প্রিয়াসহ অজ্ঞাত আরও ৪/৫ জন তার গতিরোধ করে আদালতে হাজিরা দিতে নিষেধ করাসহ হোটেল আটলান্টিকা কান্ড মামলাটি প্রত্যাহার করে নিতে বলে। অন্যথায় মিথ্যা মামলায় জড়ানো সহ প্রাণনাশেরও হুমকি প্রদান করে ।

মনোয়ার হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, তিনি নিজের ও পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার স্বার্থে বিষয়টি সদর থানায় অবহিত করে একটি সাধারন ডায়েরী (জিডি)করেছেন।

মেহেরপুরে স্বামীর দায়ের করা মামলায় স্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালতের সমন

বুধবার (২ আগস্ট)স্বামী মোঃ মামুনুর রশিদের ২০১৮ সালের যৌন নির্যাতন আইনের ৩ ধারাতে করা একটি নালিশি মামলার আবেদন আমলে নিয়ে গাংনীর আমলী আদালতের বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ বাদীর স্ত্রী তহমিনা খাতুন (২৭)এর বিরুদ্ধে সমন জারি করেছেন।

মামলার আবেদনে বাদী তার স্ত্রীকে একজন কুচক্রী, ফন্দিবাজ, যৌতুকলোভী, পরকিয়া প্রেমের অধিকারী ও সংসার নষ্টকারী মহিলা বলে দাবী করে সুবিচারের আবেদন করেছেন।

বাদীর নালিশের বর্ণনা থেকে জানা গেছে ২০০৮ সালের ৭ আগস্ট গাংনীর বানিয়াপুকুরের মোঃ মামুনুর রশিদ ও যুগিন্দার তহমিনা খাতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মামলার সাক্ষি তার সন্তান তাসনিমের জন্মের পর জীবিকার তাগিদে স্ত্রী-সন্তান ও পরিজন রেখে তিনি প্রবাসে (সিঙ্গাপুর) সাত বছর কাটান। প্রবাসে থাকা কালীন সময়ে তার পাঠানো টাকা পয়সা ও অলঙ্কার আসামী তার নিজ পিতা-মাতার বাড়ীতে রেখে দেয় এবং সেখানে পরকিয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। বাদী দেশে আসার পর বাদী ও আসামী কিছুদিন একত্রে সংসার করলেও ৪ মাস পূর্বে তহমিনা খাতুন

বাড়ীর ১ বিঘা জমি তার নামে জমি রেজিস্ট্রী ও নগদ দশ লক্ষ টাকা ব্যাংকে তার ব্যাংক হিসাবে রাখার দাবী করে সন্তানদের রেখে বাবার বাড়ীতে চলে যায়। স্ত্রীকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার একাধিক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বাদী সুবিচার পেতে আদালতের দ্বারস্থ হন।

সাংবাদিকদের সাথে ঝিনাইদহের নবাগত পুলিশ সুপারের মতবিনিময়

ঝিনাইদহে কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন নবাগত পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান।

বুধবার (২আগস্ট) সকালে পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেসময় পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার সাঈদ, ইমরান জাকারিয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মীর আবিদুর রহমান, ডিআইও ওয়ান আতিকুর রহমান, সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা, ডিবি ওসি শাহীন উদ্দিনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু, সিনিয়র সাংবাদিক বিমল কুমার সাহা, নিজাম উদ্দিন জোয়ারদারসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

নবাগত পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান, ঝিনাইদহ থেকে মাদক, সন্ত্রাস, আত্মহত্যা, কিশোরগ্যাং, সুদে কারবারীসহ সকল প্রকার অন্যায় অপরাধ দুর করতে পুলিশ বিভাগকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি সকলের প্রচেষ্টা এবং সময় কার্যকরি উপদেশকে কাজে লাগিয়ে ঝিনাইদহকে ভালো রাখতে চাই। সামাজিক নানান সমস্যা সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেই সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

গাংনীতে ফেন্সিডেল সহ মাদক কারবারি আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ১৫ বোতল ফেন্সিডেল সহ পলাশ আহমেদ (২৯) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে সিপিসি র্যাব-১২।

বুধবার (২ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে সিপিসি-মেহেরপুর র্যাব-১২র সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার কমান্ডার গোলাম মারুফ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে, মঙ্গলবার (১ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার সহড়াতলা (মাদ্রাসাপাড়া) এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ১৫ বোতল ফেন্সিডেলসহ তাকে আটক করে।

আটক পলাশ আহমেদ উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের হালসানাপাড়ার মিনহাজ আলীর ছেলে।

সিপিসি র্যাব-১২ মেহেরপুর সূত্রে জানা গেছে, র্যাবের একটি টহল দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সহড়াতলা (মাদরাসাপাড়া) এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ১৫ বোতল ফেন্সিডেল সহ পলাশ আহমেদ নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করে। এ সময় তার কাছে থেকে মাদক কেনাবেচার কাজে ব্যবহৃত ১টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

আটক পলাশের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই মাদক কারবারি দীর্ঘদিন যাবৎ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার চোখ ফাঁকি দিয়ে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য বিভিন্ন মাদকসেবীর কাছে কেনাবেচা করে আসছিল বলেও জানান র্যাবের ওই কর্মকর্তা।

আলমডাঙ্গার খাসকররা ক্যাম্পের এসআই’র বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গার খাসকররা ক্যাম্পের এসআই ফরিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ইউপি চেয়ারম্যান তাফসির আহমেদ মল্লিক লালের স্ত্রী নুরানী পারভেজ সংবাদ সম্মেলন করেছেন। আসামী ধরার নামে বাড়িতে জোরপূর্বক উপ-পরিদর্শক (এসআই) তাদের আলমডাঙ্গার স্টেশনপাড়ার বসতবাড়িতে ঢুকে আসবাবপত্র তছনছ, গালিগালাজ ও আলমারি খুলে দুই লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নেবার অভিযোগ তুলে গতকাল মঙ্গলবার রাতে তিনি এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

লিখিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নুরানী পারভেজ বলেন, ‘ গতকাল মঙ্গলবার ভোররাতে চেয়ারম্যান লাল বাড়িতে ছিলেন না। এসআই ফরিদুল ইসলাম প্রথমে তার বাড়ির নিচতলার ভাড়াটিয়া শফিকুল ইসলাম, শাহিন শাহিদ, সাবেক কমিশনার শরিফুল ইসলাম ও শরিফুল ইসলামের স্ত্রী অহিদা খাতুনকে গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন।

তিনি আরো বলেন, এরপর দোতলায় আমার বাসায় জোরপূর্বক পুলিশ প্রবেশ করে । পুলিশ আমার স্বামীকে খুঁজতে থাকে। এসময় আমার স্বামী চেয়ারম্যান লাল বাড়িতে ছিলেন না। আমি আমার মেয়েকে নিয়ে একা বাড়িতে ছিলাম। পুলিশ জোর করে আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে এবং আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। একপর্যায়ে বাড়িতে চেয়ারম্যান লালকে খুঁজতে ঘরের আসবাবপত্র তছনছ করে। এক পর্যায়ে ঘরের আলমারি খুলে দুই লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নেয়। আমি ও আমার মেয়ে এসআই ফরিদুল ইসলামের জঘন্য আচরণে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। বাড়ির ভাড়াটিয়াদের সামনেই এই কর্মকান্ড চালিয়ে তারা চলে যায়।

লিখিত বক্তব্যে নুরানী পারভেজ আরো বলেন, আমার স্বামী তাফসির আহমেদ লাল চেয়ারম্যান সালিশ বৈঠকে কোন ভুল ত্রুটি করে থাকলে তা আইন আমলে বিচারযোগ্য হবে। কিন্ত পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র হাতে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া কোন আইনের ভেতরে পড়ে?

তিনি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করে এর সুরাহা কামনা করেছেন।

আলমডাঙ্গায় পরকীয়ার প্রেমিক জুটিকে জুতার মালা দিলেন ইউপি চেয়ারম্যান, গ্রেপ্তার ৩

আলমডাঙ্গা উপজেলার তিয়রবিলা গ্রামে পরকীয়ার অভিযোগে প্রবাসীর স্ত্রী ও ব্যবসায়ীকে জুতাপেটা করেছেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সালিশকারীরা। পরে তাদের জুতার মালা পরিয়ে এলাকায় ঘোরানো হয়। গত ২৯ এপ্রিল শনিবার এই ঘটনা ঘটলেও সোমবার বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে সকলের নজরে আসে।

এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী লালন হোসেন সোমবার সন্ধ্যায় খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-সাবেক ইউপি সদস্যসহ ৫ জন ও অজ্ঞাত ৩-৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। ওই মামলায় সালিশকারী তিনজনকে রাতেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীরা হলেন, খাসকররা গ্রামের শফি মল্লিক (৬০), হাসান আলী (৩০), কলম জোয়ারদার (৬০)। আজ মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের তিয়রবিলা গ্রামের এক প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবসায়ী যুবক লালনের পরকীয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ নিয়ে খাসকররা ইউনিয়নের তিয়রবিলা গ্রামে ওই গৃহবধূর বাড়ির সন্নিকটে সালিশ বৈঠক ডাকেন ইউপি চেয়ারম্যান। অভিযুক্ত লালন সালিশে আসতে না চাইলেও জোরপূর্বক তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়। প্রায় ২ শতাধিক সাধারণ মানুষের উপস্থিতে বৈঠক হয়। পরে সালিশের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরকীয়া গৃহবধূ ও লালনকে শারীরিক নির্যাতনের পর জুতার মালা পড়িয়ে এলাকা ঘুরাই। এছাড়াও দেড় লক্ষাধিক টাকা জরিমানা ও দু’জনকে গ্রাম ছাড়তে নির্দেশ দেয়, খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাফসির আহম্মেদ লাল। এ ঘটনায় সালিশকারীরা প্রভাবশালী হওয়ায় ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করেননি।

ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী লালন বলেন, ‘ ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে পূর্ব

বিরোধের জেরে ওরা আমাকে জোর করে বেধেঁ গ্রামের সবার সামনে জুতার মালা দিয়েছে এবং জুতার মালা পরিয়ে সারা গ্রাম ঘুরিয়েছে। এখন আর বাঁচার ইচ্ছে নেই আমার। আমি এর বিচার চাই। সোমবার রাতেই থানায় মামলা করেছি’

খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাফসির আহম্মেদ লালের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, ‘ঘটনা শোনার পরই মামলা নিয়েছি। সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে এ ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তদন্ত সাপেক্ষে প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনা হবে। এছাড়াও মূল হোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ অন্যরা পলাতক রয়েছে।

মেহেরপুরে সাবেক মেয়র মতুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু, তার ছেলে ইন্টার্ন চিকিৎসক মুত্তাকি বিল্লাহ শাফিনসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেছেন সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মো. তরিকুল ইসলামের আদালতে হাজির হয়ে বাদী মামলা দাখিল করেন। আদালত মামলা আমলে নিয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দেন। যার মামলা নম্বর-৫৮৪/২০২৩।

মলার বাকি আসামীরা হলেন- সাবেক মেয়র মতুর ছেলে ইন্টার্ন চিকিৎসক মুত্তাকি বিল্লাহ শাফিন, মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার সাইফুল বাহার স্বাধীন, প্রকৌশলী তোহিদুল ইসলাম লিওন, সৌমিক ব্রো, শামিম হাসান সোহাগ ও মেহেরাব হোসেন অপি।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, বাদি মাহাবুব চান্দু ২০ বছর যাবৎ সাংবাদিক পেশায় নিযুক্ত। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক ও স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, প্রতিদিনের সংবাদসহ বিভিন্ন গনমাধ্যমে সুনামের সাথে মেহেরপুরে সাংবাদিকতা করেছেন।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তার বেশ সুনাম আছে। তার প্রকাশিত সংবাদেও মধ্যে অনেকগুলো সংবাদ আদালত আমলে নিয়ে স্বপ্রণোদিত মামলা করেছেন এবং ভুক্তভোগীরা সুফল পেয়েছেন। বাদী মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানী কাজে গত ২৪ জুলাই সকাল ১১টা ৫৩ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ১৬ পর্যন্ত মেহেরপুর সরকারী মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসে অনুসন্ধান মুলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

আসামী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর মেয়ে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এর চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত থাকাতে তিনি খবরটা জেনে ক্ষিপ্ত হন। তারপর মায়ের হাসি ক্লিনিকের মালিক হিসেবে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদককে আনুমানিক ২টা ২৫ মিনিটের দিকে মোবাইলে হুমকি দিয়ে বলেন তোমরা কি বারেখা হয়েছো, তোমাদের দাঁত ভেঙ্গে দিব, ৫০টা চাঁদাবাজির মামলা দিব বলে হুমকি দিয়ে ফোন কেটে দেন। এ বিষয়ে ২৬ জুলাই মেহেরপুর সদর থানাতে একটি জিডি হয়, যার নং ১৩৯১।

পরবতির্তে আসামী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু তার মালিকানাধীন মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার আসামী সাইফুল বাহার স্বাধীনকে দিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সদর থানা মেহেরপুর বরাবর বাদীর নামে একটি মিথ্যা চাঁদাবাজির অভিযোগ লিখে থানায় অভিযোগটি জমা না দিয়ে মায়ের হাসি ক্লিনিক আইডি থেকে পোষ্ট করে। পরে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর ছেলে মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন তার ফেসবুকে নামধারী সাংবাদিক লিখে শেয়ার করে।

মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিনের পোস্টে গিয়ে আসামী তৌহিদুল ইসলাম লিওন বাদী সম্বদ্ধে কৃষ্ণ নগরী, ভাত পেতনা, চাঁদাবাজী, ৫টা বউসহ ইত্যাদি মানহানি কর কথা লিখেছেন। সে আরো বলে জেল খেটে দেশে ফিরে এখন বড় সাংবাদিক হয়েছে”। আসামী সৌমিক ব্রো কমেন্টস করে বলেছেন, “আমি থাকলে শালাকে ওন স্পট হিট করে তোর ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে রাখতাম”।

আসামী শামিম হাসান সোহাগ ও মেহেরাব হোসেন অপি মিথ্যা বিষয়কে

শেয়ার করে লাইক দিয়ে অপপ্রচারে সহায়তা করেছে। আসামীরা একই বিষয় একাধিকবার সোসাল মিডিয়ায় প্রচার করে বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে ভাইরাল করেছে।

আসামী মেহেরাব হোসেন অপি একটি অনিবন্ধিত নিউজ পোর্টাল মেহেরপুর নিউজ ডটকম পোর্টালের ফেসবুক পেজ থেকে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর মিথ্যা অভিযোগটি লাইভ প্রকাশ করে এবং নিজ আইডিতেও শেয়ার করে ভাইরাল করে। আসামীদের মিথ্যা অপপ্রচার করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এবং অনুসন্ধানী ও সুস্থ ধারার সাংবাদিক গোষ্টীর পথ রুদ্ধ করেছে বলে বাদী অভিযোগ করেন।

মামলায় বাদীর পক্ষে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক খ.ম হারুন বিন ইমতিয়াজ জুয়েল ও নুর জামাল জামান আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। বাদী পক্ষে আইনজীবীরা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক মাহাবুব চান্দুর বিরুদ্ধে মিথ্যা চাঁদাবজীর অভিযোগ তোলায় গত ৩০ জুলাই মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজ জেলা প্রসাশকের কার্যালয়ের সামনে একটি মানববন্ধন করে।

মিরপুর উপকারভোগীদের মাঝে সরকারী সুযোগ সুবিধা প্রদান

কুষ্টিয়ার মিরপুরে দূরারোগ্য ক্যান্সার ও কিডনী রোগে আক্রান্ত অসহায় রোগিদের মাঝে আর্থিক সহায়তার চেক, প্রশিক্ষিত যুব মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন, নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল, উপজেলা পর্যায়ে এস এসসি ও দাখিল মাদরাসায় সর্বোচ্চ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতিত্ব শিক্ষার্থীদের স্মারক প্রদান, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থায় ক্রীড়া সামগ্রী, বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এ (মাধ্যমিক) ও (প্রাথমিক) বিজয়ী ও প্রাথমিকে বিজয়ীদের মাঝে সম্মাননা, খেলাধুলার মান বৃদ্ধি করতে হ্যান্ডবল, ফুটবল,ও ক্রিকেট সামগ্রীসহ কৃষকদের মাঝে বিনামুলে সার-বীজ ও গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে মিরপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে এসব বিতরণ করেন কুষ্টিয়ার নবাগত জেলা প্রশাসক মোঃ এহেতেশাম রেজা।

এসময় তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই যে অস্বচ্ছলদের চিকিৎসার সাহাযার্থে প্রতিজনের মাঝে ৫০ হাজার টাকার চেক বিতরনের সু-ব্যবস্থা করেছেন তার নজির বিশ্বের কোনো দেশেই নেই। প্রতিটি নাগরিকের প্রতিটি শ্রেণি পেশার মানুষের কল্যাণে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে, বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে সুমহান মর্যাদায় আসীন করতে নিরলসভাবে কাজ করছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মিন্টু বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরিফেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাড. আবদুল হালিম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হারুন অর রশীদ, পৌর মেয়র হাজী এনামুল হক, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন, মিরপুর থানার ওসি তদন্ত শফিকুল ইসলামসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে ১৮৬ জন প্রশিক্ষিত যুব মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন, ৮২ জন ক্যান্সার ও কিডনী রোগে আক্রান্ত অসহায় রোগিদের মাঝে ৪১ লাখ টাকার চেক, নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ছাত্রীদের মাঝে ৩০ টি বাইসাইকেল, উপজেলা পর্যায়ে এস এসসি ও দাখিল মাদরাসায় সর্বোচ্চ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব শিক্ষার্থীদের স্মারক প্রদান, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থাসহ মিরপুর উপজেলার ৫৪ টি ক্লাবসমূহে ক্রীড়া সামগ্রী, বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এ (মাধ্যমিক) ও (প্রাথমিক) বিজয়ী ও প্রাথমিকে বিজয়ীদের মাঝে সম্মাননা প্রদানসহ এছাড়াও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার মান বৃদ্ধি করতে হ্যান্ডবল, ফুটবল,ও ক্রিকেট সামগ্রীসহ কৃষকদের মাঝে বিনামুলে সার-বীজ ও গাছের চারা বিতরণ করা হয়।